যুগান্তর

তারিখ 31 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

মাধ্যমিকে থামল পাসের ঊর্ধ্বগতি

কমেছে জিপিএ-৫

যুগান্তর রিপোর্ট

ক'বছর ধরেই এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা ধেই ধেই করে বাড়ছিল। এবার লাগাম পড়ল তাতে। বরং এবার পাসের হার কমেছে। একই সঙ্গে কমেছে জিপিএ-৫ প্রাপ্তিও। এ মানদণ্ডে এবার মাধ্যমিকে ফল বিপর্যয় ঘটল।

এ বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০ বোর্ডে ১৪ লাখ ৭৩ হাজার ৫৯৪ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করেছে ১২ লাখ ৮২ হাজার ৬১৮ জন। গড় পাসের হার ৮৭ দশমিক ০৪ শতাংশ। মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ১১ হাজার ৯০১ শিক্ষার্থী। গতবছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০ বোর্ডে গড় পাসের হার ছিল ৯১ দশমিক ৩৪ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১ লাখ ৪২ হাজার ২৭৬

থামল : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

থামল মাধ্যমিকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষার্থী। অর্থাৎ মোট পাসের হার কমেছে ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ প্রাপ্তি কমেছে ৩১ হাজার ৩৭৫।

এসএসসিতে আট বোর্ডে এবার মোট পাস করেছে ৮৬ দশমিক ৭২ শতাংশ। গত বছর যা ছিল ৯২ দশমিক ৬৭ ভাগ। এ হিসাবে পাসের হার কমেছে ৫ দশমিক ৯৫ ভাগ। আবার এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৩ হাজার ৬৩১ জন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২২ হাজার ৫১৩ জন। সে হিসাবে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ২৮ হাজার ৬৮২ জন।

মাদ্রাসা বোর্ডে (দাখিল) পাসের হার ৯০.২০ ভাগ। গত বছর ছিল ৮৯.২৫। মাদ্রাসা বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১ হাজার ৩৩৮ জন। গতবছর যা ছিল ১৪ হাজার ১৩। কারিগরি বোর্ডে (এসএসসি-ভোকেশনাল) এবার পাসের হার ৮৩.০১ ভাগ যা গতবছর ছিল ৮১.৯৭ ভাগ। এ বোর্ডে এবার বেড়েছে জিপিএ-৫ প্রাপ্তি। কারিগরি বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ হাজার ৯৩২ জন। গতবছর তা ছিল ৫ হাজার ৯৫০। এবার শতকরা হারে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে। এ বোর্ডে পাসের হার ৯৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৫ হাজার ৮৭৩ শিক্ষার্থী। বিপরীতে কম পাস করেছে সিলেট বোর্ডে। সেখানে পাসের হার ৮১ দশমিক ৮২ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৪৫২ শিক্ষার্থী। এছাড়া ঢাকা বোর্ডে পাস করেছে ৮৮ দশমিক ৬৫ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৬ হাজার ৮০১ জন। চট্টগ্রাম বোর্ডে পাসের হার ৮২ দশমিক ৭৭ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭ হাজার ১১৬ জন। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮৪ দশমিক ২২ শতাংশ, পূর্ণাঙ্গ জিপি পেয়েছে ১০ হাজার ১৯৫ জন। বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৮৪ দশমিক ৩৭ শতাংশ, জিপিএ-৫, পেয়েছে ৩ হাজার ১৭১ জন। যশোর বোর্ডে পাসের হার ৮৪ দশমিক ০২ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭ হাজার ১৮১ জন। দিনাজপুর বোর্ডে পাসের হার ৮৫ দশমিক ৫ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ হাজার ৮৪২ জন।

শনিবার সকাল ১০টায় ফলাফলের সার-সংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে ফল প্রকাশের কার্যক্রম শুরু হয়। দুপুর ১টায় আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ফলপ্রকাশের ঘোষণা দেন। আর দুপুর ২টায় সব স্কুল, অনলাইন এবং এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানানো শুরু হয়।

ফলে সামান্য বিপর্যয় হলেও দুরু দুরু বুকে স্কুলে যাওয়া শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই বাড়ি ফিরেছে হাসিমুখে। জ্যৈষ্ঠের গরমাপ উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা আনন্দ-উল্লাস আর বাদ্যযন্ত্রের বাদন মাতিয়ে তোলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এমন দিনে শিক্ষকদেরও কোনো অনুশাসন ছিল না। তারাও যোগ দেন সাফল্যের উৎসবে। তবে প্রত্যাশিত ফল করতে না পারার বেদনাও ছিল কারও কারও মধ্যে।

পাসের হার এবং জিপিএ-৫ দুটিই কমে যাওয়ার বিষয়টি নজরে পড়েছে সবারই। সকালে ফলের সার-সংক্ষেপ গ্রহণকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, পরীক্ষা চলাকালে বিএনপি-জামায়াত জোট যে হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে, তার প্রভাব পড়েছে ফলাফলে। একই কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রীও। তবে এরপরও অসন্তুষ্ট নন প্রধানমন্ত্রী। তিনি কৃতী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের অভিনন্দন জানান। একই সঙ্গে যারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি, তাদের আরও কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরামর্শ দেন। তিনি আগামীতে ফলাফলের আরও উন্নয়ন এবং সফলতার ধারাবাহিকতা ধরে রাখার তাগিদ দেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও উল্লসিত। তিনি বলেন, যদিও বিএনপি-জামায়াত জোটের জ্বালাও-পোড়াও আর হরতাল-অবরোধের কারণে পাসের হার এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে, তবে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই ভালো ফলাফল করেছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মনিটরিং, বিশেষ বিষয়ে বিশেষ যত্নসহ অন্যান্য পদক্ষেপের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। পাসের হার আর জিপিএ-৫ কমে যাওয়ার পেছনে রাজনৈতিক কারণ ছাড়া আরও কিছু আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হবে।

ফল হাতে পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী রাঙ্গামাটি এবং নীলফামারীর কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময় করেন।

সনাতন পদ্ধতির ফলাফলে এসএসসির সর্বোচ্চ সাফল্য বলে বিবেচিত হতো স্টার মার্কস। আর গ্রেডিং পদ্ধতিতে জিপিএ-৫ কে বিবেচনা করা হয় তা। এই জিপিএ-৫ লাভে গতবছর পর্যন্ত ছিল শুধুই রেকর্ড ভাঙার পালা।

গতবছর এসএসসিতে এ ফল করেছিল মোট ১ লাখ ২২ হাজার ৩১৩ জন। এর আগে ২০১৩ সালে ৭৭ হাজার ৩৮১ জন। ২০১২ সালে এ সংখ্যা ছিল ৬৫ হাজার ২৫২ জন। ২০১১ সালে ৬২ হাজার ৭৮৮ জন। ২০১০ সালে পেয়েছিল ৬২ হাজার ১৩৪ জন। ২০০৯ সালে পেয়েছিল ৪৫ হাজার ৯৩৪ জন। আর ২০০৮ সালে ৪১ হাজার ৯১৭ জন। ২০০১ সালে প্রথম যখন গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়, সেই বছর সারা দেশে মাত্র ৭৬ জন এসএসসির এ সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করেছিল।

সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া গেল বছর পর্যন্ত পাসের হারেও উন্নয়ন ঘটছিল। তবে এবার উল্টোপথ ধরেছে। ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে গতবছর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের গড় পাসের হার ছিল ৯২.৬৭ শতাংশ। আগের বছর তা ছিল ৮৯ দশমিক ৭২ ভাগ। ২০১২ সালে এটা ছিল ৮৬ দশমিক ৩২ ভাগ। ২০১১ সালে পাস করে ৮২ দশমিক ১৬ ভাগ। ২০১০ সালে ৭৮ দশমিক ১৯। ২০০৯ সালে মোট পাস করেছিল ৬৭ দশমিক ৪১ ভাগ। এর আগের বছর এ হার ছিল ৭০ দশমিক ৮১ ভাগ। একই ভাবে ২০০৭ সালে পাসের হার ছিল ৫৭ দশমিক ৩৭ ভাগ। ২০০৬ সালে ছিল ৫৯ দশমিক ৪২ ভাগ।

১০টি বোর্ডে মোট পাসের হার ৮৭ দশমিক ০৪ ভাগ। যা গতবছর ছিল ৯১ দশমিক ৩৪ ভাগ। ২০১৩ সালে তা ছিল ৮৯ দশমিক ০৩। ২০১২ সালে ৮৬ দশমিক ৩৭ ভাগ। ২০১১ সালে গড় পাসের হার ছিল ৮২ দশমিক ৩১ ভাগ। ২০১০ সালে এ হার ছিল ৭৯ দশমিক ৯৮ ভাগ। ২০০৯ সালে ছিল ৭০ দশমিক ৮৯ ভাগ। ২০০৮ সালে ১০ বোর্ডের পাসের এ হার ছিল ৭২ দশমিক ১৮ ভাগ।

এসএসসিতে এবারও সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী পাস করার রেকর্ড ধরে রেখেছে রাজশাহী বোর্ড। এবার এ বোর্ডে ৯৪ দশমিক ৯৭ ভাগ পাস করেছে। গতবছর তাদের পাসের হার ছিল ৯৪.৩৪ ভাগ। আর ২০১৩ সালে ছিল ৯৪ দশমিক ০৩ ভাগ। এছাড়া ঢাকা বোর্ডে ৮৮.৬৫ ভাগ (গতবছর ছিল ৯৩.৯৪ ভাগ), কুমিল্লায় ৮৪.২২ (গতবছর ৮৯.৯২), যশোরে ৮৪.০২ (গতবছর ৯২.১৯), চট্টগ্রামে ৮২.৭৭ ভাগ (গতবছর ৯১.৪০), বরিশালে ৮৪.৩৭ (গতবছর ৯০.৬৬), সিলেটে ৮১.৮২ (গতবছর ৮৯.২৩) এবং দিনাজপুর বোর্ডে ৮৫.৫০ ভাগ (গতবছর ৯৩.২৬) পাস করেছে।

এবার ১০ শিক্ষা বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ লাভ করেছে ১ লাখ ১১ হাজার ৯০১ জন। গতবছর এটা ছিল ১ লাখ ৪২ হাজার ২৭৬। ২০১৩ সালে ৯১ হাজার ২২৬ জন। ২০১২ সালে ৮২ হাজার ২১২। ২০১১ সালে পেয়েছিল ৭৬ হাজার ৭৪৯ জন। ২০১০ সালে ৮২ হাজার ৯৬১।

এবার সাধারণ শিক্ষায় মোট ২১টি বিষয়ে এবং মাদ্রাসায় ৮টি বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। শেষ হওয়ার কথা ছিল ১১ মার্চ। তবে রাজনৈতিক অস্থিরতায় একটি পরীক্ষাও সময়মতো নিতে না পারায় তা শেষ হয় ৩ এপ্রিল। সেই হিসাবে এবার ৫৭তম দিনে ফলপ্রকাশ করা হল।

এবার ১০ বোর্ডে মোট অংশ নেয় ১৪ লাখ ৭৩ হাজার ৫৯৪ জন। গতবছর পরীক্ষার্থী ছিল ১৪ লাখ ২৬ হাজার ৯২৩ জন। এবার পাস করেছে ১২ লাখ ৮২ হাজার ৬১৮ জন। গতবছর মোট পাস করেছিল ১৩ লাখ ৩ হাজার ৩৩১ জন। ২০১৩ সালে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১২ লাখ ৯৭ হাজার ৩৪ জন। পাস করে ১১ লাখ ৫৪ হাজার ৭৭৮ জন।

আর এবার আটটি সাধারণ বোর্ডে মোট ১১ লাখ ৮ হাজার ৬৮৩ জন পরীক্ষা দেয়। পাস করেছে ৯ লাখ ৬১ হাজার ৪০৫ জন। গতবছর ৮ বোর্ডে ১০ লাখ ৮৭ হাজার ৮৭০ জন পরীক্ষার্থী ছিল। পাস করেছিল ১০ লাখ ৮ হাজার ১৭৪ জন। ২০১৩ সালে পরীক্ষা দেয় ৯ লাখ ৮৭ হাজার ৪১৭ জন। পাস করে ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৮৯১ জন। সবমিলিয়ে ৮ বোর্ডে এবার পাসের হার ৮৬.৭২ ভাগ যা গতবছর ছিল ৯২.৬৭ ভাগ। এবার পাস করাদের মধ্যে ৮৭ দশমিক ৪১ ভাগ ছাত্র আর ৮৬.৬৪ ভাগ ছাত্রী রয়েছে।

৮টি শিক্ষা বোর্ডে সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ পাওয়াদের মধ্যে ছাত্র ৬০ হাজার ৩৭০ জন আর ছাত্রী ৫১ হাজার ৫৩১ জন। আর এসএসসিতে এবার বিজ্ঞান বিভাগে ৩ লাখ ৯ হাজার ৪৯৫ জন, মানবিকে এবার ৩ লাখ ৪০ হাজার ৫৩৯ জন, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ৩ লাখ ১১ হাজার ৩৭১ জন পাস করেছে।

ঢাকা বোর্ডের অধীন বিদেশের ৭ কেন্দ্রে ২৯৯ জন অংশ নিয়ে পাস করেছে ২৯২ জন। এখানে পাসের হার ৯৭ দশমিক ৬৬ ভাগ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ এর সংখ্যা ৭২ জন।

মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জাকির হোসেন ভূঁইয়া, রুহী রহমান, আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ছায়েফউল্লাহসহ বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মাদ্রাসা-পাসের হার ৯০.২০, জিপিএ-৫-১১৩৩৮, কারিগরি-পাসের হার ৮৩.০১, জিপিএ-৫ ৬৯৩২

মোট পরীক্ষার্থী (১০ বোর্ড)-১৪৭৩৫৯৪, উত্তীর্ণ-১২৮২৬১৮, গড় পাসের হার-৮৭.০৪, জিপিএ-৫-১১১৯০১